অভিধানতত্ত্ব ও বাংলা অভিধান

প্রথম অংশ : অভিধান কী, কেন, অভিধান প্রণয়ন, নির্মাণ-কৌশল ও বাংলা অভিধানের ইতিহাস

১. ভূমিকা

ভাষা মানুষের ভাবপ্রকাশের প্রধান মাধ্যম; আর শব্দ সেই ভাষার সবচেয়ে কার্যকর একক। মানুষ যখন কথা বলে বা লেখে, তখন সে শব্দের সাহায্যে জগৎ, সমাজ, অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও জ্ঞানের বিনিময় ঘটায়। কিন্তু ভাষার শব্দভাণ্ডার কখনো স্থির নয়। সময়ের সঙ্গে শব্দ জন্ম নেয়, পুরোনো শব্দ মুছে যায়, কোনো শব্দের অর্থ প্রসারিত হয়, কোনো শব্দের অর্থ সংকুচিত হয়, কোনো শব্দ নতুন সামাজিক বা প্রযুক্তিগত অর্থ লাভ করে। এই পরিবর্তনশীল শব্দভাণ্ডারকে সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও প্রমিত রূপে উপস্থাপনের জন্য অভিধানের প্রয়োজন হয়।

অভিধান শুধু শব্দের অর্থ জানানোর বই নয়; এটি ভাষার স্মৃতি, সংস্কৃতির নথি, শব্দের ইতিহাস, উচ্চারণের নির্দেশিকা, বানানের মানদণ্ড, অর্থের ভাণ্ডার এবং ভাষাব্যবহারের পথনির্দেশক। যে সমাজ অভিধান নির্মাণ করে, সে সমাজ নিজের ভাষাকে সচেতনভাবে সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে শেখে। তাই অভিধানতত্ত্ব ভাষাবিজ্ঞান, ব্যাকরণ, শব্দার্থতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, ব্যুৎপত্তি, সমাজভাষাবিজ্ঞান এবং ভাষা-প্রমিতকরণের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।

---

২. অভিধান কাকে বলে?

ইংরেজি উরপঃরড়হধৎু শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ অভিধান। সাধারণভাবে, যে গ্রন্থে কোনো ভাষার শব্দসমূহ বর্ণানুক্রমে বা বিষয়ভিত্তিকভাবে সাজিয়ে তাদের অর্থ, উচ্চারণ, বানান, পদপরিচয়, ব্যুৎপত্তি, প্রয়োগ, অর্থান্তর, সমার্থক-বিপরীতার্থক রূপ, উৎস ও ব্যবহার নির্দেশ করা হয়, তাকে অভিধান বলে।

সংক্ষেপেত
অভিধান = শব্দভাণ্ডারের সংগঠিত পরিচয়

আরও বিশ্লেষণ করলেত
অভিধান
│
├── শব্দ সংগ্রহ করে
├── শব্দ সাজায়
├── শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করে
├── উচ্চারণ ও বানান নির্দেশ করে
├── পদপরিচয় জানায়

├── ব্যুৎপত্তি ও উৎস দেখায়
├── প্রয়োগ ও উদাহরণ দেয়
└── ভাষার প্রমিত রূপ রক্ষায় সহায়তা করে

অভিধান তাই কেবল অর্থবই নয়; এটি ভাষার বৈজ্ঞানিক তথ্যভাণ্ডার।

---

৩. অভিধানতত্ত্ব : খবীরপড়ষড়মু ও খবীরপড়মৎধঢ়যু

অভিধানতত্ত্ব শব্দটি অনেক সময় দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। একদিকে এটি ভাষার শব্দভাণ্ডার, শব্দের রূপ, উৎস, অর্থ ও ব্যবহার নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করে; অন্যদিকে এটি অভিধান প্রণয়নের পদ্ধতি, নীতি ও ব্যবহারিক প্রক্রিয়া নিয়েও কাজ করে। এই দুই ক্ষেত্রের ইংরেজি পরিভাষা হলো খবীরপড়ষড়মু ও খবীরপড়মৎধঢ়যু।

৩.১ খবীরপড়ষড়মু বা শব্দভাণ্ডারতত্ত্ব

খবীরপড়ষড়মু ভাষাবিজ্ঞানের সেই শাখা, যা কোনো ভাষার শব্দভাণ্ডার, শব্দের রূপ, গঠন, অর্থ, উৎস, ব্যবহার, অর্থপরিবর্তন এবং শব্দের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করে। ইবলধহ ও অংধহফবর–এর মতে,‚খবীরপড়ষড়মু রং ঃযব ঢ়ধৎঃ ড়ভ ষরহমঁরংঃরপং ফবধষরহম রিঃয ঃযব ৎড়পধনঁষধৎু ড়ভ ধ ষধহমঁধমব ধহফ ঃযব ঢ়ৎড়ঢ়বৎঃরবং ড়ভ ড়িৎফং ধং ঃযব সধরহ˜ হরঃং ড়ভ ষধহমঁধমব.‛[১] অর্থাৎ ভাষার শব্দভাণ্ডার এবং ভাষার প্রধান একক হিসেবে শব্দের বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা, সেটিই খবীরপড়ষড়মু।

বাংলা ভাষায় এর আলোচ্য বিষয় হতে পারেত

১. শব্দের উৎস
২. শব্দের রূপ
৩. শব্দের ব্যুৎপত্তি
৪. শব্দের অর্থ
৫. শব্দের অর্থপরিবর্তন
৬. শব্দের সমার্থকতা, বিপরীতার্থকতা, বহুঅর্থকতা
৭. দেশি, তদ্ভব, তৎসম, বিদেশি শব্দ
৮. প্রমিত ও অপ্রমিত শব্দ
৯. আঞ্চলিক ও চলিত শব্দ
১০. নতুন শব্দ বা নবশব্দ

৩.২ খবীরপড়মৎধঢ়যু বা অভিধানবিজ্ঞান

খবীরপড়মৎধঢ়যু হলো অভিধান প্রণয়ন, সম্পাদনা ও নির্মাণের তত্ত্ব ও পদ্ধতি। ইৎরঃধহহরপধ–তে খবীরপড়মৎধঢ়যু–কে ফরপঃরড়হধৎু পড়সঢ়রষরহম, বফরঃরহম বা ৎিরঃরহম–এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।[২] গবৎৎরধস–ডবনংঃবৎ অভিধানেও খবীরপড়মৎধঢ়যু–কে ঃযব বফরঃরহম ড়ৎ সধশরহম ড়ভ ধ ফরপঃরড়হধৎু এবং ফরপঃরড়হধৎু–সধশরহম–এর ঢ়ৎরহপরঢ়ষবং ধহফ ঢ়ৎধপঃরপবং হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[৩]

অতএব খবীরপড়মৎধঢ়যু কাজ করেত

১. কোন শব্দ অভিধানে নেওয়া হবে
২. শব্দ কীভাবে সাজানো হবে
৩. শীর্ষশব্দ কী হবে
৪. শব্দের অর্থ কীভাবে ক্রমানুসারে দেওয়া হবে
৫. উচ্চারণ কীভাবে লেখা হবে
৬. ব্যুৎপত্তি কীভাবে দেখানো হবে
৭. উদাহরণ কীভাবে নির্বাচন করা হবে
৮. সংক্ষেপণ ও সংকেত কীভাবে ব্যবহৃত হবে
৯. ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুযায়ী অভিধান কীভাবে নির্মিত হবে

---

৪. খবীরপড়ষড়মু ও খবীরপড়মৎধঢ়যু-এর পার্থক্য

বিষয়	খবীরপড়ষড়মু / শব্দভাণ্ডারতত্ত্ব	খবীরপড়মৎধঢ়যু / অভিধানবিজ্ঞান
প্রকৃতি	তাত্ত্বিক	তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক
প্রধান বিষয়	শব্দভাণ্ডার, শব্দের রূপ, অর্থ, উৎস	অভিধান প্রণয়ন, সম্পাদনা, বিন্যাস
প্রশ্ন	শব্দ কীভাবে গঠিত ও অর্থবাহী হয়?	শব্দ কীভাবে অভিধানে উপস্থাপিত হবে?
আলোচ্য ক্ষেত্র	শব্দার্থ, ব্যুৎপত্তি, শব্দগঠন	ভুক্তি, শীর্ষশব্দ, অর্থবিন্যাস, বর্ণানুক্রম
লক্ষ্য	ভাষার শব্দ-ব্যবস্থার বিশ্লেষণ	ব্যবহারকারীর জন্য অভিধান নির্মাণ
উদাহরণ	গবেষণাচ শব্দের উৎস ও অর্থবদল	গবেষণাচ শব্দটি অভিধানে কীভাবে লেখা হবে

ধারণাচিত্র

```
অভিধানতত্ত্ব
│
├── খবীরপড়ষড়মু
│    ├── শব্দভাণ্ডার
│    ├── শব্দরূপ
│    ├── শব্দার্থ
│    ├── ব্যুৎপত্তি
│    └── অর্থপরিবর্তন
│
└── খবীরপড়মৎধঢ়যু
     ├── শব্দ নির্বাচন
     ├── শীর্ষশব্দ নির্ধারণ
```

├── বর্ণানুক্রম
├── অর্থ বিন্যাস
├── উচ্চারণ
├── প্রয়োগ-উদাহরণ
└── অভিধান সম্পাদনা

---

৫. অভিধানের প্রয়োজনীয়তা

অভিধান কেন প্রয়োজনতএই প্রশ্নের উত্তর ভাষা-শিক্ষা, গবেষণা, সাহিত্য, অনুবাদ, প্রশাসন, গণমাধ্যম, আইন, প্রযুক্তি ও দৈনন্দিন ভাষাব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত।

৫.১ শব্দের অর্থ জানার জন্য

অজানা শব্দের অর্থ জানতে অভিধান প্রয়োজন। যেমনতঅভিসন্ধিচ, ুপ্রতীতিচ, ুঅধিবিদ্যাচ, ুঅন্তঃসারশূন্যচ্তএসব শব্দের অর্থ, পদপরিচয় ও ব্যবহার অভিধান থেকে জানা যায়।

৫.২ প্রমিত বানান জানার জন্য

বাংলা ভাষায় একাধিক বানানরীতি দেখা যায়। অভিধান প্রমিত বানান নির্দেশ করে। যেমনতউচ্চারণচ না উচ্চারনচ, ুদুর্যোগচ না দূর্যোগচ্তএসব ক্ষেত্রে অভিধান নির্ভরযোগ্য পথপ্রদর্শক।

NABARUN PUBLICATION

৫.৩ উচ্চারণ জানার জন্য

অনেক শব্দের বানান দেখে উচ্চারণ বোঝা যায় না। অভিধান শব্দের উচ্চারণ নির্দেশ করতে পারে। যেমনতজ্ঞচ, ক্ষচ, ুঋচ, ুহৃদ্যচ, ুদ্বৈতচ্তএসব শব্দের উচ্চারণে অভিধান সহায়ক।

৫.৪ পদপরিচয় জানার জন্য

একটি শব্দ বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, অব্যয় না ক্রিয়াবিশেষণততা অভিধান থেকে জানা যায়। শব্দের সঠিক পদপরিচয় না জানলে বাক্যে তার প্রয়োগে ভুল হতে পারে।

৫.৫ শব্দের উৎস ও ব্যুৎপত্তি জানার জন্য

কোনো শব্দ সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, ইংরেজি, পর্তুগিজ, দেশি, তদ্ভব না তৎসমতঅভিধান তা নির্দেশ করতে পারে। ফলে শব্দের ইতিহাস বোঝা যায়।

৫.৬ অর্থের স্তর ও ব্যবহার জানার জন্য

একটি শব্দের একাধিক অর্থ থাকতে পারে। অভিধান সেসব অর্থ ক্রমানুসারে সাজায়। যেমনতমাথাচ শব্দের দেহাংশ, প্রান্ত, নেতা, বুদ্ধিতবিভিন্ন অর্থ থাকতে পারে।

৫.৭ সমার্থক, বিপরীতার্থক ও পরিভাষা জানার জন্য

অভিধান ভাষাকে সমৃদ্ধ করে। লেখক, ছাত্র, গবেষক, অনুবাদক ও সম্পাদকদের জন্য এটি অপরিহার্য।

৫.৮ ভাষা সংরক্ষণ ও প্রমিতকরণের জন্য

অভিধান ভাষার লিখিত রূপকে সংরক্ষণ করে এবং প্রজন্মান্তরে ভাষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখে।

---

৬. অভিধানের প্রধান কাজ : একটি বিশ্লেষণাত্মক সারণি

কাজ	ব্যাখ্যা	উদাহরণ
শব্দ সংগ্রহ	ভাষায় প্রচলিত শব্দ নির্বাচন	ঘর, মানুষ, প্রযুক্তি
শীর্ষশব্দ নির্ধারণ	কোন রূপে শব্দ রাখা হবে	করা, করেছিল, করবে → করা
অর্থ নির্ধারণ	শব্দের অর্থ দেওয়া	নদী = জলপ্রবাহ
অর্থক্রম সাজানো	মুখ্য, গৌণ, রূপক অর্থ আলাদা	মাথা = দেহাংশ, প্রান্ত, নেতা
উচ্চারণ নির্দেশ	উচ্চারণ–সহায়ক রূপ দেওয়া	জ্ঞান [গ্যান/জ্ঞান]
পদপরিচয়	শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি	বি., বিণ., ক্রি.
ব্যুৎপত্তি	উৎস ও গঠন দেখানো	স. / আ. / ফা. / ই.
উদাহরণ	বাক্যে প্রয়োগ দেখানো	সে মাথা খাটায়চ
সংকেত ব্যবহার	সংক্ষিপ্ত তথ্য দেওয়া	আঞ্চ., অপ্র., প্রা.
ব্যবহার নির্দেশ	শুদ্ধ/অশুদ্ধ/প্রচলিত রূপ	শু., অশু., অপ্র

---

৭. অভিধান নির্মাণের মৌলিক কৌশল

অভিধান নির্মাণ একটি দীর্ঘ ও পদ্ধতিগত কাজ। এটি শুধু শব্দ জড়ো করা নয়; ভাষার তথ্যকে বাছাই, যাচাই, বিশ্লেষণ ও সংগঠিত করার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া।

৭.১ শব্দ সংগ্রহ

প্রথম ধাপ হলো শব্দ সংগ্রহ। সাহিত্য, সংবাদপত্র, কথ্য ভাষা, আঞ্চলিক ভাষা, প্রাচীন গ্রন্থ, আধুনিক প্রযুক্তি, আইন, বিজ্ঞান, প্রশাসন, লোকসংস্কৃতি, ধর্মীয় গ্রন্থ, শিক্ষাপাঠতবিভিন্ন উৎস থেকে শব্দ সংগ্রহ করা হয়।

৭.২ শব্দ যাচাই

সংগ্রহ করা শব্দের ব্যবহার বাস্তব কি না, তা যাচাই করা হয়। কোনো শব্দ কেবল একবার ব্যবহৃত হয়েছে, না ব্যাপক প্রচলিততএটি গুরুত্বপূর্ণ।

৭.৩ শীর্ষশব্দ নির্বাচন

অভিধানে যে শব্দের অধীনে অর্থ দেওয়া হয়, তাকে শীর্ষশব্দ বলা হয়। উদাহরণত

করছি, করেছিলাম, করেছেতএসব রূপের মূল শীর্ষশব্দ করাচ হতে পারে।

৭.৪ বর্ণানুক্রমে বিন্যাস

অভিধানের ব্যবহার সহজ করতে শব্দ বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়। বাংলা অভিধানে সাধারণ বর্ণানুক্রমের সঙ্গে কিছু অভিধানিক বিশেষ বিন্যাসও অনুসরণ করা হয়, যেমনতং, ঃ, ঁ–এর অবস্থান, ক্ষ–এর স্থান, ড–ড়, ঢ–ঢ়, য–য় প্রভৃতি।

৭.৫ উচ্চারণ ও বানান

শব্দের প্রমিত বানান ও প্রয়োজনে উচ্চারণ দেওয়া হয়। উচ্চারণ–নির্দেশ শিক্ষার্থী, বিদেশি শিক্ষার্থী ও উচ্চারণ–গবেষকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

৭.৬ পদপরিচয় ও ব্যাকরণিক তথ্য

শব্দটি বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, অব্যয়, সর্বনাম, ক্রিয়াবিশেষণতকোন পদে ব্যবহৃত হয় তা নির্দেশ করা হয়।

৭.৭ অর্থ বিন্যাস

একটি শব্দের একাধিক অর্থ থাকলে অর্থগুলো সাধারণত মুখ্য অর্থ থেকে গৌণ, রূপক, প্রবাদগত বা বিশেষায়িত অর্থের দিকে সাজানো হয়।

৭.৮ ব্যুৎপত্তি ও উৎস

শব্দের উৎসতসংস্কৃত, আরবি, ফারসি, ইংরেজি, পালি, প্রাকৃত, দেশি ইত্যাদিতচিহ্নিত করা হয়। ব্যুৎপত্তি অভিধানকে ঐতিহাসিক মূল্য দেয়।

৭.৯ উদাহরণ ও প্রয়োগ

শব্দের অর্থ শুধু সংজ্ঞায় স্পষ্ট না হলে বাক্য–উদাহরণ দেওয়া হয়। সাহিত্যিক অভিধানে উদ্ধৃতি, লেখক–সংকেত বা গ্রন্থ–উল্লেখও থাকতে পারে।

৭.১০ সম্পাদনা ও পুনর্মুদ্রণ

ভাষা বদলায়; তাই অভিধানও সংশোধিত হয়। নতুন শব্দ যুক্ত হয়, পুরোনো অর্থ সংশোধিত হয়, বানান প্রমিত হয়, ব্যবহার–টীকা যুক্ত হয়।

---

৮. অভিধান নির্মাণের প্রবাহচিত্র

ভাষা-উপাত্ত সংগ্রহ
↓
শব্দ নির্বাচন
↓
শীর্ষশব্দ নির্ধারণ
↓
বানান ও উচ্চারণ যাচাই
↓
পদপরিচয় নির্ধারণ
↓
অর্থ সংগ্রহ ও অর্থক্রম সাজানো
↓
ব্যুৎপত্তি ও উৎস নির্ণয়
↓
উদাহরণ ও প্রয়োগ যুক্ত করা
↓
সংকেত ও সংক্ষেপণ নির্ধারণ
↓
সম্পাদনা, যাচাই, প্রুফ সংশোধন
↓
অভিধান প্রকাশ
↓
পরিমার্জন ও নতুন সংস্করণ

---

৯. অভিধানের প্রকারভেদ

অভিধান উদ্দেশ্য, ব্যবহার, ভাষা, বিষয় ও প্রকৃতি অনুসারে নানা ধরনের হতে পারে।

অভিধানের ধরন	পরিচয়	উদাহরণধর্মী ব্যবহার
একভাষিক অভিধান	একই ভাষায় শব্দ ও অর্থ	বাংলা-বাংলা অভিধান
দ্বিভাষিক অভিধান	এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায়	বাংলা-ইংরেজি অভিধান
বহুভাষিক অভিধান	একাধিক ভাষার শব্দার্থ	বাংলা-ইংরেজি-আরবি
উচ্চারণ অভিধান	উচ্চারণ নির্দেশ করে	প্রমিত উচ্চারণ
বানান অভিধান	শুদ্ধ বানান নির্দেশ করে	বাংলা বানান অভিধান
ব্যুৎপত্তিগত অভিধান	শব্দের উৎস দেখায়	শব্দের উৎস অভিধান
আঞ্চলিক অভিধান	উপভাষার শব্দ সংগ্রহ করে	চট্টগ্রামী/সিলেটি শব্দ
পরিভাষা অভিধান	বিশেষ বিষয়ের শব্দ	বিজ্ঞান, আইন, অর্থনীতি
প্রবাদ-প্রবচন অভিধান	প্রবাদ, প্রবচন, বাগধারা	লোকভাষা ও সাহিত্য
সমার্থক অভিধান	একই অর্থের শব্দ	থিসরাস
ঐতিহাসিক অভিধান	শব্দের কালক্রমিক ইতিহাস	বিবর্তনমূলক অভিধান

অভিধানের ধরন	পরিচয়	উদাহরণধর্মী ব্যবহার
চরিতাভিধান	ব্যক্তিনাম ও পরিচয়	জীবনীধর্মী অভিধান
লেখক অভিধান	লেখক-সম্পর্কিত তথ্য	সাহিত্য গবেষণা
বাগধারা অভিধান	বাগধারার অর্থ	হাত গুটিয়ে বসাচ
সংগীত অভিধান	সংগীত-সম্পর্কিত শব্দ	রাগ, তাল, লয়

আপনার দেওয়া নোটে অভিধানের বিশ প্রকারের তালিকা আছেতঅনুসর্গ অভিধান, আঞ্চলিক অভিধান, উচ্চারণ অভিধান, ঐতিহাসিক অভিধান, চরিতাভিধান, দেশ-পরিচিতিমূলক অভিধান, পরিভাষার অভিধান, পৌরাণিক অভিধান, প্রবাদ-প্রবচন অভিধান, প্রাতিষ্ঠানিক অভিধান, বাগধারা অভিধান, বানান অভিধান, বিদেশি ভাষার অভিধান, বিষয়ভিত্তিক অভিধান, ব্যক্তিগত অভিধান, ভাষার অভিধান, লেখক অভিধান, শব্দসংক্ষেপ অভিধান, সংগীত অভিধান এবং সমার্থক শব্দের অভিধান। এগুলো বাংলা অভিধানচর্চার ব্যবহারিক ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করে।

---

১০. অভিধানতত্ত্বে শব্দার্থ ও শব্দবিন্যাস : ছক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকার নাদিয়া নন্দিতা ইসলামের অভিধানতত্ত্বে শব্দরূপ বিশ্লেষণচ প্রবন্ধে অভিধানতত্ত্বের আলোকে শব্দের অর্থ ও শব্দরূপ বিশ্লেষণের কয়েকটি ধারণা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর আলোচনার ভাব অনুসরণে নিচের ছকটি দেওয়া হলো।

১০.১ অর্থের ভিত্তিতে শব্দের দৃশ্যমান প্রয়োগ

অভিধানতত্ত্বে অর্থের ভিত্তিতে শব্দের প্রয়োগ

```
│
├── আক্ষরিক অর্থ
│     └─ শব্দের সরল, প্রত্যক্ষ অর্থ
│
└── আলংকারিক অর্থ
      └─ রূপক, গৌণ, ইঙ্গিতপূর্ণ অর্থ
```

উদাহরণত

আকাশের চাঁদচ

আক্ষরিক অর্থে: আকাশে দেখা চাঁদ।

আলংকারিক অর্থে: সৌন্দর্য, প্রিয়জন বা দুর্লভ কোনো বিষয়।

১০.২ খবীরপধষ ঞধীড়হড়সু বা শব্দার্থিক শ্রেণিবিন্যাস

অভিধানগত শব্দের অর্থতাত্ত্বিক রূপ

```
│
├── ঐুঢ়বৎহুস
│     └─ ঊর্ধ্বশ্রেণির শব্দ
│
```

```
├── ঐুঢ়ড়হুস
│     └─ অন্তর্ভুক্ত নিম্নশ্রেণির শব্দ
│
├── গবৎড়হুসু
│     └─ অংশ-সম্পর্ক
│
├── ঐড়সড়হুসু
│     └─ একই রূপ, ভিন্ন অর্থ
│
├── চড়ষুংবসু
│     └─ একই শব্দের সম্পর্কিত বহু অর্থ
│
└── ঝুহড়হুসু
      └─ সমার্থকতা
```

উদাহরণত

ফল = ঐুঢ়বৎহুস

ফলের অধীন:
আম, জাম, কাঁঠাল, কলা = ঐুঢ়ড়হুস

ফলের অংশ:
বীজ, খোসা, আঁটি = গবৎড়হুসু

১০.৩ শব্দগঠন : রূপমূলের ধারণা

```
শব্দ
│
├── মুক্ত রূপমূল
│     └─ একা অর্থ প্রকাশ করতে পারে
│        যেমন: ছেলে, বই, মাছ
│
└── বদ্ধ রূপমূল
      └─ একা অর্থ প্রকাশ করতে পারে না;
         অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়
         যেমন: -রা, -গুলো, অ-, অন-
```

উদাহরণত

ছেলে + রা = ছেলেরা
বই + গুলো = বইগুলো
সন্ধান + অনু = অনুসন্ধান
পলক + অ = অপলক

এখানে রূপমূলের যোগে শব্দের গঠন ও অর্থে পরিবর্তন ঘটে।

---

১১. বাংলা অভিধানের ইতিহাস : সূচনা ও বিবর্তন

বাংলা অভিধানের ইতিহাস দীর্ঘ হলেও আধুনিক অর্থে বাংলা অভিধানচর্চার সূচনা আঠারো শতকে। তবে বাঙালি অঞ্চল অভিধান-ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। সংস্কৃত অমরকোষ বা নামলিঙ্গানুশাসন ভারতীয় অভিধানচর্চার প্রাচীন নিদর্শন। বাংলাপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে মধ্যযুগীয় পুঁথির মধ্যে অমরকোষের বহু পুঁথি পাওয়া যায়; অমর সিংহ রচিত এই সংস্কৃত অভিধান আনুমানিক ষষ্ঠ শতকের।[৪] বাংলা ভাষার অনেক শব্দ সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় অমরকোষ বাংলা অভিধানচর্চার ঐতিহাসিক পটভূমি বুঝতে সহায়ক।

---

১২. বাংলা অভিধানের ইতিহাস : টাইমলাইন

```
ষষ্ঠ শতক
│
├── অমরকোষ / নামলিঙ্গানুশাসন
│     └─ সংস্কৃত অভিধান-ঐতিহ্য; বাংলা শব্দভাণ্ডারের পটভূমি
│
১৭৪৩
│
├── ঠড়পধনঁষধৎরড় বস ওফরড়সধ ইবহমধষষধ ব চড়ৎঃঁমঁবু
│     └─ মানোএল দা আসসুম্পসাঁউ; বাংলা-পর্তুগিজ অভিধান
│
১৭৯৩
│
├── অহ উীঃবহংরাব ঠড়পধনঁষধৎু, ইবহমধষবংব ধহফ উহমষরংয
│     └─ বাংলা হরফে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অভিধান
│
১৭৯৯১৮০২
│
├── ঐবহৎু চরঃঃং ঋড়ৎংঃবৎ-এর বৃহৎ দ্বিভাষিক অভিধান
│
১৮১৭
│
├── রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের বঙ্গভাষাভিধান
│     └─ বাংলালিপিতে মুদ্রিত প্রথম বাংলা-বাংলা অভিধান
│
উনিশ শতক
│
├── ঈধৎবু, গবহফরং, ঞধৎধপযধহফ, গড়ৎঃড়হ, চবধৎংড়হ, ঐধঁমযঃড়হ, জধসশধসধষ ঋবহ
│     └─ দ্বিভাষিক অভিধানচর্চার বিস্তার
│
১৯০৬
```

```
│
├── সুবল মিত্রের সরল বাঙ্গালা অভিধান
│
১৯১৭
│
├── জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙ্গালা ভাষার অভিধান
│
১৯৩২১৯৫১
│
├── হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষ
│
১৯৫৫
│
├── ঢাকায় বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা
│
১৯৮৪ / ২০০০
│
├── বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান
│
২০১৪
│
└── বাংলা একাডেমী বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান
```

---

১৩. আঠারো শতকের বাংলা অভিধানচর্চা

বাংলা অভিধানের সূচনা আঠারো শতকে প্রধানত দ্বিভাষিক অভিধান দিয়ে। বাংলাপিডিয়ার তথ্যমতে, বাংলা ভাষার প্রথম অভিধান হিসেবে পর্তুগিজ পাদ্রি মানোএল দা আসসুম্পসাঁউ সংকলিত *ঠড়পধনঁষধৎরড় বস ওফরড়সধ ইবহমধষষধ ব চড়ৎঃঁমঁবু* উল্লেখযোগ্য। এটি ১৭৪৩ সালে লিসবনে রোমান হরফে মুদ্রিত হয় এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৬০২।[৫] এটি বাংলা-পর্তুগিজ ভাষিক যোগাযোগ, মিশনারি কার্যক্রম এবং ঔপনিবেশিক ভাষা-আগ্রহের প্রাথমিক নিদর্শন।

১৭৯৩ সালে *অহ ঊীঃবহংরাব ঠড়পধনঁষধৎু, ইবহমধষবংব ধহফ উহমষরংয* নামে বাংলা হরফে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অভিধান কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। অনুমান করা হয়, আরন আপজন এর সংকলন ও প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।[৬]

এই সময় বাংলা অভিধানচর্চার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পাণ্ডুলিপি-ভিত্তিক অভিধান। হ্যালহেডের একজন পূর্ববঙ্গীয় মুনশি বাংলা-ফারসি অভিধান সংকলন করেছিলেন বলে জানা যায়। একই সময়ে ফরাসি দোভাষী ওগুস্তাঁ ওসাঁ কয়েকটি ফরাসি-বাংলা অভিধান সংকলন করেন। এগুলো দেখায়, বাংলা অভিধানের ইতিহাস শুধু ইংরেজি-বাংলা সম্পর্কের ইতিহাস নয়; বরং পর্তুগিজ, ফরাসি, ফারসি, ইংরেজি ও স্থানীয় ভাষিক যোগাযোগের ইতিহাসও।

---

১৪. উনিশ শতক : দ্বিভাষিক অভিধান থেকে আধুনিক অভিধানের দিকে

উনিশ শতকে শিক্ষা, প্রশাসন, মুদ্রণযন্ত্র, মিশনারি কার্যক্রম, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এবং বাংলা গদ্যের বিকাশের ফলে অভিধানের প্রয়োজন দ্রুত বাড়ে। এই সময়ে দ্বিভাষিক অভিধান বিশেষ গুরুত্ব পায়।

বাংলা ভাষার প্রথম সুবৃহৎ অভিধানের কৃতিত্ব হেনরি পিটস ফরস্টারের। তাঁর *অ ঠড়পধনঁষধৎু রহ ঞড়ি চধৎঃং: উহমষরংয ধহফ ইবহমধষবব ধহফ ঠরপব ঠবৎংধ* ১৭৯৯ ও ১৮০২ সালে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয় এবং এতে প্রায় ২০,০০০ বাংলা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ সংকলিত হয়।[৭]

উনিশ শতকের প্রথম ভাগে উইলিয়াম কেরি বাংলা অভিধানচর্চায় বিশেষ ভূমিকা রাখেন। বাংলাপিডিয়া জানায়, ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর কেরি সেখানে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন; পরে তিনি বাংলা–ইংরেজি অভিধানও প্রকাশ করেন।[৮] বাংলাপিডিয়ার অভিধানচ নিবন্ধে কেরির *অ উরপঃরড়হধৎু ড়ভ ঃযব ইবহমধষবব খধহমঁধমব* অভিধানকে বাংলা ভাষার প্রথম দীর্ঘকায় দ্বিভাষিক অভিধান বলা হয়েছে। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ২১৬০; এতে ভুক্তির পদপরিচয়, লিঙ্গপরিচয়, শীর্ষশব্দ–উপশীর্ষশব্দের রোমান প্রতিবর্ণ এবং বাংলা বর্ণানুক্রমে বিন্যাস দেওয়া ছিল।[৯]

এই বৈশিষ্ট্যগুলো আধুনিক অভিধানবিজ্ঞানের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অভিধান তখন শুধু প্রতিশব্দের তালিকা নয়; শব্দের ব্যাকরণিক পরিচয়, উচ্চারণ–সদৃশ রূপ, বিন্যাস ও ব্যবহারসহ পূর্ণাঙ্গ ভাষাতাত্ত্বিক তথ্যভাণ্ডারে রূপ নিতে শুরু করে।

---

১৫. প্রথম বাংলা–বাংলা অভিধান ও একভাষিক অভিধানের বিকাশ

বাংলা ভাষায় জ্ঞানচর্চা এবং বাংলা গদ্যের প্রসারের ফলে একভাষিক বাংলা অভিধানের প্রয়োজন দেখা দেয়। বাংলাপিডিয়ার তথ্যমতে, বাংলালিপিতে মুদ্রিত প্রথম বাংলা–বাংলা অভিধান হলো রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের *বঙ্গভাষাভিধান*, প্রকাশকাল ১৮১৭।[১০]

এরপর উনিশ শতকে একাধিক বাংলা–বাংলা অভিধান প্রকাশিত হয়, যেমনত

১. তারাচন্দ্র শর্মার *শব্দার্থ প্রকাশাভিধান*
২. রামেশ্বর তর্কালঙ্কারের *বঙ্গভাষাভিধান*
৩. হলধর ন্যায়রত্নের *বঙ্গাভিধান*
৪. জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিকের *শব্দকল্পতরঙ্গিণী*
৫. মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের *শব্দাম্বুধি*
৬. গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের *শব্দসার অভিধান*

এই অভিধানগুলো বাংলা ভাষাকে আত্মনির্ভর শব্দব্যাখ্যার দিকে নিয়ে যায়। আগে বাংলার শব্দ বুঝতে অন্য ভাষার সহায়তা প্রয়োজন ছিল; একভাষিক অভিধান বাংলা ভাষাকে নিজস্ব অর্থব্যাখ্যার ক্ষমতা দেয়।

---

১৬. বিশ শতক : আধুনিক বাংলা অভিধানের যুগ

বিশ শতকের শুরু থেকে আধুনিক পদ্ধতির বাংলা–বাংলা অভিধান প্রকাশ পেতে থাকে। ১৯০৬ সালে সুবল মিত্রের *সরল বাঙ্গালা অভিধান* প্রকাশিত হয় এবং দীর্ঘদিন জনপ্রিয় থাকে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের দুই খণ্ডের *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান* ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয়ে একভাষিক বাংলা অভিধানে নতুন মাত্রা যোগ করে।[১১]

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বঙ্গীয় শব্দকোষ* বাংলা অভিধানচর্চার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এটি প্রথমে পাঁচ খণ্ডে ১৯৩২১৯৫১ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। বাংলাপিডিয়া জানায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৫ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে এই অভিধানের সংকলন–কাজ করেন।[১২] এর মাধ্যমে বাংলা অভিধানচর্চা গবেষণানির্ভর, প্রাথমিক উপকরণভিত্তিক ও বিস্তৃত শব্দসংগ্রহমুখী রূপ লাভ করে।

রাজশেখর বসুর *চলন্তিকা* ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়ে ব্যবহারিক অভিধানের ক্ষেত্রে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরে কাজী আবদুল ওদুদের *ব্যবহারিক শব্দকোষ*, শৈলেন্দ্র বিশ্বাসের *সংসদ বাংলা অভিধান* প্রভৃতি সাধারণ ব্যবহারকারীর জন্য বাংলা অভিধানকে সহজলভ্য ও কার্যকর করে তোলে।

---

১৭. বাংলা একাডেমি ও বাংলাদেশের অভিধানচর্চা

১৯৫৫ সালে ঢাকায় বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশে অভিধানচর্চা নতুন প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি পায়। বাংলাপিডিয়ার তথ্যমতে, বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার পর থেকে একভাষিক, দ্বিভাষিক, বহুভাষিক, বিষয়ভিত্তিক ও পারিভাষিক নানা ধরনের অভিধান ও শব্দকোষ প্রণয়ন করেছে; ২০০৯ সাল নাগাদ অভিধান ও শব্দকোষ মিলিয়ে প্রায় সত্তরটি অভিধান প্রকাশিত হয়েছিল।[১৩]

বাংলা একাডেমির উল্লেখযোগ্য অভিধানের মধ্যে আছেত

১. *আঞ্চলিক ভাষার অভিধান* ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
২. *চরিতাভিধান*
৩. *উচ্চারণ অভিধান* ত নরেন বিশ্বাস
৪. *সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*
৫. *সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান*
৬. *বানান অভিধান*
৭. *মধ্যযুগের বাংলা ভাষার অভিধান*
৮. *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*
৯. *বাংলা একাডেমী বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান*

বাংলা একাডেমি অভিধানচর্চাকে শুধু ভাষাশিক্ষার উপকরণ হিসেবে নয়, ভাষা–পরিকল্পনা, প্রমিত বানান, পরিভাষা নির্মাণ, আঞ্চলিক শব্দসংগ্রহ এবং বাংলাদেশের ভাষিক ঐতিহ্যের দলিল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

---

১৮. বাংলা অভিধানের বিবর্তন : ধাপভিত্তিক ছক

সংস্কৃত অভিধান-ঐতিহ্য
↓
অমরকোষ
↓
আঠারো শতকের দ্বিভাষিক অভিধান
↓
পর্তুগিজ-বাংলা / বাংলা-ইংরেজি / বাংলা-ফারসি
↓
মিশনারি ও ঔপনিবেশিক অভিধানচর্চা
↓
কেরি, ফরস্টার, আপজন প্রমুখ
↓
একভাষিক বাংলা অভিধান
↓
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের বঙ্গভাষাভিধান
↓
আধুনিক গবেষণানির্ভর অভিধান
↓
জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
↓
ব্যবহারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অভিধান
↓
চলন্তিকা, সংসদ, বাংলা একাডেমি অভিধান
↓
বিবর্তনমূলক, ডিজিটাল ও বিশেষায়িত অভিধান

---

১৯. অভিধান নির্মাণে গবেষণার গুরুত্ব

একটি ভালো অভিধান শুধু শব্দের তালিকা নয়। এর পেছনে থাকে দীর্ঘ গবেষণা, শব্দসংগ্রহ, উৎস যাচাই, অর্থপরীক্ষা, পাণ্ডুলিপি পাঠ, সাহিত্যিক ব্যবহার, কথ্যরূপ পর্যবেক্ষণ, আঞ্চলিক তথ্য, ঐতিহাসিক ব্যুৎপত্তি এবং প্রমিত নীতি। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বঙ্গীয় শব্দকোষ* দীর্ঘ ২৭ বছরের পরিশ্রমে প্রস্তুত হয়েছিলতএ তথ্য অভিধান নির্মাণের শ্রম, পদ্ধতি ও গবেষণার গুরুত্ব বোঝায়।

অভিধান নির্মাণে গবেষকের কাজত

১. শব্দ সংগ্রহ করা
২. শব্দের প্রাচীন ও আধুনিক ব্যবহার তুলনা করা
৩. শব্দের অর্থ পরিবর্তন চিহ্নিত করা
৪. প্রামাণ্য সাহিত্য থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করা
৫. আঞ্চলিক রূপ ও প্রমিত রূপ আলাদা করা
৬. উৎসভাষা নির্ণয় করা

৭. শব্দের বানান, উচ্চারণ ও পদপরিচয় স্থির করা
৮. ব্যবহারকারীর প্রয়োজন বিবেচনা করা

২১. অভিধানে ভুক্তিশব্দ ও শীর্ষশব্দ

অভিধান ব্যবহার করতে হলে প্রথমেই দুটি শব্দ বুঝতে হয়তভুক্তিশব্দ এবং শীর্ষশব্দ। অভিধানের পাতায় যে শব্দটি মোটা হরফে বা প্রধান রূপে দেওয়া থাকে এবং যার অর্থ, উচ্চারণ, পদপরিচয়, ব্যুৎপত্তি ও ব্যবহার ব্যাখ্যা করা হয়, তাকে শীর্ষশব্দ বলা হয়। আর সেই শীর্ষশব্দকে কেন্দ্র করে যে সম্পূর্ণ তথ্যসমষ্টি দেওয়া হয়, তাকে ভুক্তি বলা হয়।

সহজভাবেত
শীর্ষশব্দ = যে শব্দের অর্থ দেওয়া হয়
ভুক্তি = শীর্ষশব্দ + উচ্চারণ + পদপরিচয় + অর্থ + ব্যুৎপত্তি + ব্যবহার

উদাহরণত

অঋণী [অরিনি] বিণ. ঋণমুক্ত; ঋণশূন্য। {স. অ + ঋণ + ইন}

এখানেত

অংশ	পরিচয়
অঋণী	শীর্ষশব্দ
[অরিনি]	উচ্চারণ
বিণ.	বিশেষণ
ঋণমুক্ত; ঋণশূন্য	অর্থ
{স. অ + ঋণ + ইন}	ব্যুৎপত্তি

অর্থাৎ অঋণীচ শব্দটি শুধু একটি শব্দ হিসেবে নয়, তার পূর্ণ ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয়সহ অভিধানে উপস্থাপিত হয়েছে। এই পূর্ণ উপস্থাপনাই ভুক্তি।

---

২২. ভুক্তির গঠন : একটি ধারণাচিত্র

একটি পূর্ণাঙ্গ অভিধান-ভুক্তিতে সাধারণত নিচের উপাদানগুলো থাকতে পারেত

```
ভুক্তি
│
├── শীর্ষশব্দ
├── উচ্চারণ
├── পদপরিচয়
├── লিঙ্গ / বচন / রূপ
├── উৎসভাষা
├── ব্যুৎপত্তি
```

├── মূল অর্থ
├── গৌণ অর্থ
├── রূপক বা আলংকারিক অর্থ
├── প্রবাদ/বাগধারায় ব্যবহার
├── উদাহরণ
├── সমার্থক শব্দ
├── বিপরীতার্থক শব্দ
└── ব্যবহার-সংকেত

সব অভিধানে সব উপাদান থাকে না। ছোট অভিধানে সাধারণত শীর্ষশব্দ, পদপরিচয় ও অর্থ দেওয়া হয়। বড় গবেষণামূলক অভিধানে উচ্চারণ, ব্যুৎপত্তি, সাহিত্যিক উদ্ধৃতি, প্রাচীন প্রয়োগ, আঞ্চলিক রূপ, শুদ্ধ-অশুদ্ধ রূপ, অর্থবিবর্তনতসবই থাকতে পারে।

---

২৩. অভিধানে শব্দভুক্তির বৈশিষ্ট্য

অভিধানে কোনো শব্দ অন্তর্ভুক্ত করার সময় অভিধানকারকে কিছু বিষয় বিবেচনা করতে হয়। ভাষায় ব্যবহৃত সব শব্দ অভিধানে নেওয়া সম্ভব নয়। তাই শব্দ নির্বাচন, অর্থ নির্ধারণ, বানান ও ব্যবহার যাচাইতসবই গুরুত্বপূর্ণ।

২৩.১ প্রচলন

যে শব্দ ভাষাভাষী সমাজে ব্যবহৃত হয়, অভিধানে তার স্থান পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। শব্দটি সাহিত্য, সংবাদপত্র, কথ্য ভাষা, গবেষণা, প্রশাসন বা প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত হচ্ছে কি না, তা দেখা হয়।

২৩.২ প্রামাণ্য ব্যবহার

কোনো শব্দের ব্যবহার যদি প্রামাণ্য লেখক, গ্রন্থ, পত্রিকা বা সামাজিক ব্যবহারে পাওয়া যায়, তবে তা অভিধানে অন্তর্ভুক্তির যোগ্যতা পায়।

২৩.৩ প্রমিত রূপ

একটি শব্দের একাধিক বানান থাকলে অভিধান সাধারণত প্রমিত বানানকে শীর্ষশব্দ হিসেবে গ্রহণ করে। অপ্রমিত বা আঞ্চলিক রূপ থাকলে তা নির্দেশ করা যেতে পারে।

২৩.৪ শব্দের অর্থবৈচিত্র্য

একটি শব্দ যদি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, অভিধানে তা আলাদা করে দেখাতে হয়। যেমনতমাথাচ শব্দের দেহাংশ, প্রান্ত, নেতা, বুদ্ধিতএমন একাধিক অর্থ থাকতে পারে।

২৩.৫ শব্দের উৎস

শব্দটি সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, ইংরেজি, পর্তুগিজ, দেশি, তদ্ভব, তৎসমতকোন উৎস থেকে এসেছে, তা অভিধানে চিহ্নিত করা যায়।

২৩.৬ পদপরিচয়

শব্দটি বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, অব্যয়, সর্বনাম, ক্রিয়াবিশেষণ ইত্যাদি কোন পদে ব্যবহৃততা দেখানো অভিধানের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

---

২৪. শব্দভুক্তির বৈশিষ্ট্য : সারণি

বৈশিষ্ট্য	অভিধানকারের বিবেচনা	উদাহরণ
প্রচলন	শব্দটি ব্যবহৃত কি না	মোবাইল, অনলাইন
প্রামাণ্যতা	সাহিত্যে/গবেষণায়/গণমাধ্যমে ব্যবহার আছে কি না	স্বাধীনতা, গণতন্ত্র
বানান	কোন রূপ প্রমিত	উচ্চারণ, দায়িত্ব
উচ্চারণ	বানান ও উচ্চারণ ভিন্ন কি না	জ্ঞান, ঋণ
পদপরিচয়	কোন পদে ব্যবহৃত	সুন্দর = বিণ.
উৎস	শব্দের ভাষাগত উৎস	আ. / ফা. / স. / ই.
অর্থবিভাগ	মুখ্য ও গৌণ অর্থ	মাথা = দেহাংশ / নেতা
প্রয়োগ	বাক্যে কীভাবে ব্যবহৃত	মাথা খাটানো
ব্যবহার-চিহ্ন	আঞ্চলিক/অপ্রমিত/রূপক	আঞ্চ., অপ্র., আল.

---

২৫. শীর্ষশব্দ নির্ধারণের নিয়ম

অভিধান তৈরি করার সময় কোন রূপকে শীর্ষশব্দ করা হবে তা গুরুত্বপূর্ণ। সব শব্দরূপকে আলাদা শীর্ষশব্দ করলে অভিধান অযথা ভারী হয়ে যায়। তাই অভিধানকাররা সাধারণত মূল বা প্রমিত রূপকে শীর্ষশব্দ করেন।

২৫.১ ক্রিয়ার ক্ষেত্রে

করছি, করেছিলাম, করবে, করেছে, করলতএসব রূপের শীর্ষশব্দ সাধারণত করাচ।

যেমনত

করা ক্রি. সম্পাদন করা; কাজ করা; আচরণ করা।

২৫.২ বিশেষ্যের ক্ষেত্রে

বইগুলো, বইয়ের, বইতেতএসব রূপের শীর্ষশব্দ বইচ।

২৫.৩ বিশেষণের ক্ষেত্রে

সুন্দরী, সুন্দরতম, সুন্দরভাবেতএসব আলাদা রূপ হলেও সুন্দরচ শীর্ষশব্দের অধীনে সম্পর্ক দেখানো যেতে পারে।

২৫.৪ যৌগিক শব্দের ক্ষেত্রে

না-দেখাচ, অতি-উৎসাহচ, দেশপ্রেমচ, শব্দার্থতত্ত্বচতএসব পৃথক অর্থবাহী হলে শীর্ষশব্দ হিসেবে আসতে পারে।

---

২৬. অভিধানে অর্থ বিন্যাসের কৌশল

একটি শব্দের বহু অর্থ থাকলে অভিধানকারের কাজ হলো সেগুলোকে যুক্তিসংগতভাবে সাজানো। সাধারণত অর্থ বিন্যাসে নিচের ক্রম অনুসরণ করা হয়ত

মুখ্য অর্থ
↓
গৌণ অর্থ
↓
রূপক অর্থ
↓
প্রবাদ/বাগধারাগত অর্থ
↓
বিশেষায়িত বা পারিভাষিক অর্থ

উদাহরণত

মাথা বি.

১. দেহের ঊর্ধ্বাংশ।

২. কোনো বস্তুর উপরের বা অগ্রভাগ।

৩. নেতা বা প্রধান ব্যক্তি।

৪. বুদ্ধি বা চিন্তাশক্তি।

৫. সম্মান বা মর্যাদাতযেমন: মাথা নত করা।

এখানে প্রথম অর্থটি বাচ্যার্থ; পরের অর্থগুলো লক্ষ্যার্থ, রূপক বা প্রসঙ্গগত অর্থ।

---

২৭. অভিধান ব্যবহার নির্দেশিকা

একটি ভালো অভিধানে শুরুতে বা শেষে ব্যবহার নির্দেশিকা থাকে। এই নির্দেশিকা না পড়লে অভিধান ব্যবহারে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। ব্যবহার নির্দেশিকায় সাধারণত বলা হয়ত

১. বর্ণানুক্রম কীভাবে সাজানো হয়েছে।
২. শীর্ষশব্দ কীভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।
৩. উচ্চারণ কীভাবে দেখানো হয়েছে।
৪. পদপরিচয়ের সংক্ষেপণ কীভাবে পড়তে হবে।
৫. ব্যুৎপত্তি কোন বন্ধনীতে দেওয়া হয়েছে।
৬. আঞ্চলিক, অশুদ্ধ, অপ্রচলিত, প্রাচীন বা রূপক অর্থ কীভাবে চিহ্নিত হয়েছে।
৭. উদাহরণ কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে।
৮. লেখক বা গ্রন্থের নামসংক্ষেপ কীভাবে পড়তে হবে।
৯. সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ কীভাবে নির্দেশ করা হয়েছে।
১০. শুদ্ধ ও অশুদ্ধ রূপের ব্যবহার কীভাবে দেখানো হয়েছে।

অভিধান ব্যবহার নির্দেশিকা মূলত অভিধানের চাবিকাঠি। নির্দেশিকা না পড়লে অভিধানের সংকেত, সংক্ষেপণ ও বিন্যাস বোঝা যায় না।

NABARUN PUBLICATION

---

২৮. অভিধান ব্যবহারের ধাপ

একজন শিক্ষার্থী বা গবেষক অভিধান ব্যবহার করার সময় নিচের ধাপ অনুসরণ করলে দ্রুত ও সঠিক তথ্য পেতে পারে।

শব্দ নির্বাচন
↓
প্রথম অক্ষর শনাক্ত
↓
বর্ণানুক্রম মিলানো
↓
শীর্ষশব্দ খুঁজে পাওয়া
↓
পদপরিচয় দেখা
↓
উচ্চারণ দেখা
↓
প্রথম অর্থ ও অন্যান্য অর্থ পড়া
↓
প্রয়োগ/উদাহরণ দেখা
↓

ব্যুৎপত্তি ও উৎস দেখা
↓
প্রসঙ্গ অনুযায়ী সঠিক অর্থ নির্বাচন

উদাহরণত

ধরা যাক, শব্দটি প্রতীতিচ।
প্রথমে পচ অক্ষরের অধীনে যেতে হবে।
তারপর প্‌রচ অংশের শব্দগুলো দেখতে হবে।
এরপর প্রতিচ ক্রমে প্রতীতিচ খুঁজতে হবে।
শব্দটি পেলে তার পদপরিচয়, অর্থ, উৎস ও প্রয়োগ পড়তে হবে।

---

২৯. অভিধানে বর্ণানুক্রম

অভিধানের সবচেয়ে মৌলিক সংগঠনপদ্ধতি হলো বর্ণানুক্রম। বাংলা ভাষায় সাধারণ বর্ণানুক্রম থাকলেও অভিধানে কিছু বিশেষ নিয়ম অনুসরণ করা হয়। বিশেষত অনুস্বার, বিসর্গ, চন্দ্রবিন্দু, ক্ষ, ড়, ঢ়, য়, যুক্তাক্ষর ও কারচিহ্নের অবস্থান অভিধানভেদে ভিন্ন হতে পারে।

২৯.১ সাধারণ বাংলা বর্ণানুক্রম

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ

ক খ গ ঘ ঙ
চ ছ জ ঝ ঞ
ট ঠ ড ঢ ণ
ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম
য র ল শ ষ স হ
ড় ঢ় য় ৎ ং ঃ ঁ

২৯.২ অভিধানিক বর্ণানুক্রমের বিশেষ লক্ষণ

অভিধানে অনেক সময় নিম্নরূপ বিন্যাস দেখা যায়ত
অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ং ঃ ঁ
ক ক্ষ খ গ ঘ ঙ
চ ছ জ ঝ ঞ
ট ঠ ড ড় ঢ ঢ় ণ
ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম
য য় র ল শ ষ স হ

এখানে লক্ষণীয়ত

১. অনুস্বার, বিসর্গ, চন্দ্রবিন্দু স্বরবর্ণের পরে আসতে পারে।
২. ক্ষ অনেক অভিধানে ক-এর পরে রাখা হয়।
৩. ড-ড় এবং ঢ-ঢ় আলাদা করে সাজানো হয়।
৪. য ও য়-এর পৃথক অবস্থান বিবেচিত হয়।
৫. যুক্তাক্ষর নির্ধারণে মূল ব্যঞ্জনধ্বনির ক্রম ধরা হয়।

---

৩০. বর্ণানুক্রম বোঝার সহজ কৌশল

অভিধানে শব্দ খোঁজার সময় শুধু প্রথম অক্ষর দেখলেই হয় না। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ অক্ষরও মিলাতে হয়।

উদাহরণত

কথা
কলম
কমল
করুণ
কলা

এগুলো সাজাতে হলে প্রথম অক্ষর কচ একই। তাই দ্বিতীয় অক্ষর দেখা হবেত

কথা = ক + থ
কলম = ক + ল
কমল = ক + ম
করুণ = ক + র
কলা = ক + ল

এখানে কলমচ ও কলাচতদুটির প্রথম দুই অক্ষর কাছাকাছি; তাই তৃতীয় অক্ষর দেখে ক্রম স্থির করতে হবে।

বর্ণানুক্রমের ধাপচিত্র

শব্দ খুঁজব
↓
প্রথম বর্ণ মিলাব
↓
দ্বিতীয় বর্ণ মিলাব
↓
তৃতীয় বর্ণ মিলাব
↓
কারচিহ্ন/যুক্তাক্ষর দেখব
↓
শীর্ষশব্দে পৌঁছাব

---

৩১. কারচিহ্ন, অনুস্বার, বিসর্গ ও চন্দ্রবিন্দু

বাংলা অভিধানে কারচিহ্নের বিন্যাস জানা জরুরি। যেমনত

ক
কা
কি
কী
কু
কূ
কৃ
কে
কৈ
কো
কৌ
কং
কঃ
কঁ

এই ক্রম অনুসারে শব্দ সাজানো হলে কবিচ,ুকামচ,ুকিরণচ,ুকুমারচ,ুকোমলচ ইত্যাদি খুঁজতে সুবিধা হয়।

উদাহরণ

রূপ	সম্ভাব্য অবস্থান
ক	মূল রূপ
কা	আ–কারযুক্ত
কি	ই–কারযুক্ত
কী	ঈ–কারযুক্ত
কু	উ–কারযুক্ত
কূ	ঊ–কারযুক্ত
কে	এ–কারযুক্ত
কো	ও–কারযুক্ত
কং	অনুস্বারযুক্ত
কঃ	বিসর্গযুক্ত
কঁ	চন্দ্রবিন্দুযুক্ত

---

৩২. যুক্তবর্ণ ও অভিধান ব্যবহার

বাংলা ভাষায় যুক্তবর্ণ অভিধান ব্যবহারে অনেক সময় বিভ্রান্তি তৈরি করে। কারণ যুক্তাক্ষর দেখলে অনেকে বুঝতে পারে না শব্দটি কোন অক্ষরের অধীনে খুঁজতে হবে।

উদাহরণত

ক্ষতি → ক্ষ অক্ষরের অধীনে বা ক-এর পরে অভিধানভেদে।

জ্ঞানে → জ্ঞ যুক্তাক্ষর, সাধারণত জ অংশে।

দ্বার → দ + ব; দ অংশে।

শ্রদ্ধা → শ + র; শ অংশে।

ব্রত → ব + র; ব অংশে।

যুক্তবর্ণ ভাঙার কৌশল

ক্ষ = ক্ + ষ
জ্ঞ = জ্ + ঞ
দ্ব = দ্ + ব
শ্র = শ্ + র
ন্ত্র = ন্ + ত্ + র

অভিধানে যুক্তাক্ষর খুঁজতে হলে তার প্রথম মূল ব্যঞ্জনটি চিনতে হবে।

---

৩৩. অভিধানে ব্যবহৃত সংকেত

অভিধানের পৃষ্ঠা ছোট কিন্তু তথ্য বেশি। তাই অভিধানে বিভিন্ন সংকেত ব্যবহৃত হয়। এসব সংকেত না জানলে অভিধানের পূর্ণ তথ্য বোঝা যায় না।

সংকেত	অর্থ
→ / দ্র.	দ্রষ্টব্য
=	সমান
√	ধাতু
>	থেকে এসেছে / পরবর্তী রূপ
<	উৎস / পূর্ববর্তী রূপ
[ ]	ব্যুৎপত্তি বন্ধনী
;	অর্থভেদ বা অর্থবিভাগ
,	সমজাতীয় অর্থ বা সংক্ষিপ্ত বিভাজন
ত	ব্যাখ্যা বা উদাহরণ সূচনা

উদাহরণত

কর্তব্য [সং. √কৃ + তব্য] বি. যা করা উচিত।

এখানে [ ]–এর মধ্যে ব্যুৎপত্তি আছে; বি.চ পদপরিচয়; তারপর অর্থ।

---

৩৪. ব্যাকরণ ও পদপ্রকাশক সংক্ষেপণ

অভিধানে পদপরিচয় ও ব্যাকরণিক তথ্য সংক্ষেপে দেওয়া হয়। নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষেপণ দেওয়া হলোত

সংক্ষেপ	পূর্ণরূপ
বি.	বিশেষ্য
বিণ.	বিশেষণ
ক্রি.	ক্রিয়া
অব্য.	অব্যয়
সর্ব.	সর্বনাম
ক্রিবি.	ক্রিয়া–বিশেষ্য
ক্রিবিণ.	ক্রিয়াবিশেষণ
পু.	পুংলিঙ্গ
স্ত্রী.	স্ত্রীলিঙ্গ
ক্লীব.	ক্লীবলিঙ্গ
একব.	একবচন
বহুব.	বহুবচন
বিপ.	বিপরীতার্থক শব্দ
তুল.	তুলনীয়
আক্ষ.	আক্ষরিক
আল.	আলংকারিক
ব্য.	ব্যঙ্গার্থ

এই সংক্ষেপণগুলো অভিধানপাঠকে দ্রুত করে। যেমনত

সুন্দর বিণ. মনোরম; চমৎকার; রমণীয়।

এখানে বিণ.চ দেখে বোঝা যায় শব্দটি বিশেষণ।

---

৩৫. উৎসভাষা নির্দেশক সংক্ষেপণ

বাংলা শব্দভাণ্ডার বহু উৎস থেকে সমৃদ্ধ। অভিধানে শব্দের উৎস জানাতে সংক্ষেপণ ব্যবহৃত হয়।

সংক্ষেপ	পূর্ণরূপ
স.	সংস্কৃত / তৎসম
প্রা.	প্রাকৃত
পা.	পালি
অপভ্র.	অপভ্রংশ
আ.	আরবি
ফা.	ফারসি
ই.	ইংরেজি
পো.	পর্তুগিজ
ফ.	ফরাসি
তু.	তুর্কি
হি.	হিন্দি
উ.	উর্দু
চী.	চীনা
জ.	জার্মান
গ্রি.	গ্রিক
লা.	ল্যাটিন
দ্রা.	দ্রাবিড়
আঞ্চ.	আঞ্চলিক
প্রাবা.	প্রাচীন বাংলা
মবা.	মধ্যযুগীয় বাংলা

উদাহরণত

আদালত [আ.] বি. বিচারালয়।
কাগজ [ফা.] বি. লেখার উপকরণ।
স্কুল [ই.] বি. বিদ্যালয়।
চাবি [পো.] বি. তালা খোলার যন্ত্র।

এভাবে অভিধান ভাষার ইতিহাসও প্রকাশ করে।

---

৩৬. বিষয়নির্দেশক সংক্ষেপণ

বিশেষ বিষয়ভিত্তিক শব্দের ক্ষেত্রে অভিধানে ক্ষেত্রনির্দেশ দেওয়া হয়। এতে বোঝা যায় শব্দটি কোন শাস্ত্র বা বিষয়ের পরিভাষা।

সংক্ষেপ	বিষয়
ব্যা.	ব্যাকরণ
ভাষা.	ভাষাতত্ত্ব
অল.	অলংকারশাস্ত্র
আইন.	আইনবিষয়ক
চিকিৎসা.	চিকিৎসাবিদ্যা
উদ্ভিদ.	উদ্ভিদবিদ্যা
প্রাণী.	প্রাণীবিজ্ঞান
পদার্থ.	পদার্থবিদ্যা
রসা.	রসায়ন
গণিত.	গণিত
জ্যা.	জ্যামিতি
দর্শন.	দর্শনশাস্ত্র
অর্থ.	অর্থনীতি
রাষ্ট্র.	রাষ্ট্রবিজ্ঞান
কৃষি.	কৃষিবিষয়ক
প্রশাসনিক.	প্রশাসনিক
সংগীত.	সংগীত
ছন্দ.	ছন্দশাস্ত্র
নন্দন.	নন্দনতত্ত্ব

SINCE-1993
NABARUN PUBLICATION

উদাহরণত

কারক ব্যা. বাক্যে পদের সঙ্গে ক্রিয়ার সম্পর্ক নির্দেশক ব্যাকরণিক ধারণা।

অণু পদার্থ. পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা।

রূপক অল. একপ্রকার অলংকার।

---

৩৭. লেখক-সংকেত

বড় সাহিত্যিক বা ঐতিহাসিক অভিধানে কোনো শব্দের প্রয়োগ দেখাতে লেখক বা গ্রন্থের সংক্ষেপণ দেওয়া হয়। যেমনত

রঠা = রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
নই = কাজী নজরুল ইসলাম
ঈবি = ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
মদ = মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বচ = বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শচ = শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
জীদা = জীবনানন্দ দাশ
বেরো = বেগম রোকেয়া
মুশ = ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
সুচ = সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

লেখক-সংকেতের উদ্দেশ্য হলো সংক্ষিপ্তভাবে শব্দের প্রামাণ্য ব্যবহার দেখানো। এতে অভিধান শুধু অর্থবই থাকে না; ভাষার সাহিত্যিক ইতিহাসের নথি হয়ে ওঠে।

---

৩৮. অভিধানে শব্দ খোঁজার কৌশল

অভিধানে দ্রুত শব্দ খুঁজে পেতে কিছু নিয়ম জানা দরকার।

৩৮.১ মূল শব্দ চিনতে হবে

করেছিলামচ খুঁজতে গেলে করেছিলামচ নয়;ুকরাচ দেখতে হবে।
বইগুলোচ খুঁজতে গেলে বইচ দেখতে হবে।
মানুষেরচ খুঁজতে গেলে মানুষচ দেখতে হবে।

৩৮.২ কারচিহ্ন দেখে খুঁজতে হবে

কিরণচ ও করণচ একই জায়গায় নয়।
কুলচ ও কলচ আলাদা।
কারচিহ্ন শব্দের অবস্থান বদলায়।

৩৮.৩ যুক্তাক্ষর ভাঙতে হবে

জ্ঞচ দেখে বিভ্রান্ত হলে জ + ঞ ধরে খুঁজতে হবে।
ক্ষচ অনেক অভিধানে ক-এর পরে থাকে।
দ্বচ দ অক্ষরের অধীনে খুঁজতে হবে।

৩৮.৪ শুদ্ধ বানান জানতে হবে

ভুল বানানে খুঁজলে শব্দ পাওয়া নাও যেতে পারে।
যেমনতদায়িত্বচ খুঁজতে হবে,ুদায়ীত্বচ নয়।
উচ্চারণচ খুঁজতে হবে,ুউচ্চারনচ নয়।

৩৮.৫ শব্দের পদপরিচয় মিলাতে হবে

একই শব্দ ভিন্ন পদে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে।

উদাহরণত

ভালো বিণ. উৎকৃষ্ট।
ভালো ক্রিবিণ. ভালোভাবে।

৩৮.৬ প্রসঙ্গ অনুযায়ী অর্থ বেছে নিতে হবে

অভিধানে একটি শব্দের পাঁচটি অর্থ থাকলে সব অর্থ সব বাক্যে প্রযোজ্য নয়। বাক্যের প্রসঙ্গ দেখে সঠিক অর্থ নিতে হবে।

---

৩৯. শব্দ খোঁজার উদাহরণ

ধরা যাক, শব্দটি অন্তর্দৃষ্টিচ।

শব্দ খোঁজার ধাপত

```
অন্তর্দৃষ্টি
│
├── প্রথম অক্ষর: অ
├── পরবর্তী অংশ: অন্তর
├── যৌগিক গঠন: অন্তর + দৃষ্টি
├── শীর্ষশব্দ: অন্তর্দৃষ্টি
├── পদ: বিশেষ্য
└── অর্থ: অন্তরের দৃষ্টি; গভীর উপলব্ধি; রহংৱমযঃ
```

আরেকটি উদাহরণত

শব্দ:ুঅনধিকারচ

```
অনধিকার
│
├── অ / অন্ উপসর্গ
├── অধিকার মূল শব্দ
├── অর্থ: অধিকার নেই এমন অবস্থা
└── প্রয়োগ: অনধিকার প্রবেশ
```

---

৪০. অভিধান পাঠের একটি নমুনা বিশ্লেষণ

ধরা যাক অভিধানে লেখা আছেত

অধিকার [স. অধি + √কৃ + অ] বি. ১. ক্ষমতা; ২. দাবির বৈধতা; ৩. দখল; ৪. শাস্ত্র বা বিদ্যার অধ্যায়।

এটি বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়ত

অংশ	ব্যাখ্যা
অধিকার	শীর্ষশব্দ
[স. অধি + √কৃ + অ]	সংস্কৃত উৎস ও ব্যুৎপত্তি
বি.	বিশেষ্য
১. ক্ষমতা	প্রথম অর্থ
২. দাবির বৈধতা	দ্বিতীয় অর্থ
৩. দখল	তৃতীয় অর্থ
৪. অধ্যায়	বিশেষ প্রয়োগ

এখানে একটি শব্দের নানা অর্থ একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে। অভিধান ব্যবহারকারীকে বাক্যের প্রেক্ষাপট দেখে সঠিক অর্থ নিতে হবে।

---

৪১. অভিধান ব্যবহারে সাধারণ ভুল

ভুল	কেন ভুল	সঠিক পদ্ধতি
যেকোনো অর্থ ব্যবহার করা	সব অর্থ সব প্রসঙ্গে মানায় না	প্রসঙ্গ অনুযায়ী অর্থ নাও
ভুল বানানে শব্দ খোঁজা	শব্দ পাওয়া যায় না	প্রমিত বানান জানো
পদপরিচয় না দেখা	বাক্যে প্রয়োগ ভুল হয়	বি., বিণ., ক্রি. দেখো
উৎসভাষা না বোঝা	শব্দের ইতিহাস অজানা থাকে	আ., ফা., ই., স. দেখো
শীর্ষশব্দ না চিনে খোঁজা	রূপভেদে বিভ্রান্তি হয়	মূল রূপ খুঁজো
সংকেত না পড়া	অভিধানের অর্ধেক তথ্য অজানা থাকে	নির্দেশিকা পড়ো

---

৪২. অভিধান ব্যবহার : শিক্ষার্থী, লেখক ও গবেষকের জন্য আলাদা প্রয়োজন

৪২.১ শিক্ষার্থীর জন্য

শব্দের অর্থ, বানান, উচ্চারণ, পদপরিচয় ও ব্যবহার শেখার জন্য অভিধান অপরিহার্য।

৪২.২ লেখকের জন্য

সঠিক শব্দ নির্বাচন, সমার্থক শব্দ, রূপক ব্যবহার, শুদ্ধ বানান ও ভাবের সূক্ষ্মতা বোঝার জন্য অভিধান দরকার।

৪২.৩ গবেষকের জন্য

শব্দের ইতিহাস, ব্যুৎপত্তি, প্রাচীন প্রয়োগ, অর্থপরিবর্তন, লেখক-প্রয়োগ ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বুঝতে অভিধান অপরিহার্য।

৪২.৪ অনুবাদকের জন্য

এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় যথাযথভাবে রূপান্তর করতে অভিধান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

৪২.৫ সম্পাদক ও প্রুফরিডারের জন্য

বানান, বিভক্তি, পদপ্রয়োগ, পরিভাষা ও প্রমিত রূপ যাচাই করতে অভিধান প্রয়োজন।

---

৪৩. অভিধান ও বানান-প্রমিতকরণ

অভিধান ভাষার বানানকে স্থির ও প্রমিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলা ভাষায় অনেক শব্দের একাধিক বানান ব্যবহৃত হয়েছে। অভিধান প্রমিত বানান নির্দেশ করে শিক্ষার্থী, লেখক, সম্পাদক ও প্রকাশককে একই রীতিতে লিখতে সাহায্য করে।

উদাহরণত

বিভ্রান্তিকর রূপ	প্রমিত রূপ
উচ্চারন	উচ্চারণ
দূর্যোগ	দুর্যোগ
দায়ীত্ব	দায়িত্ব
স্বান্তনা	সান্ত্বনা
প্রান	প্রাণ
শ্রেনি	শ্রেণি

অভিধান বানানশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে। তাই ভাষা-পরিকল্পনা ও শিক্ষাব্যবস্থায় অভিধানের ভূমিকা অপরিসীম।

---

৪৪. অভিধান ও উচ্চারণ

বাংলা বানান সবসময় সরাসরি উচ্চারণ নির্দেশ করে না। বিশেষ করে তৎসম শব্দ, যুক্তাক্ষর, ঋ-কার, জ্ঞ, ক্ষ, হ্ম, হ্ম, হ্ব ইত্যাদি উচ্চারণে শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্ত হয়।

উদাহরণত

শব্দ	সম্ভাব্য উচ্চারণ-সমস্যা
জ্ঞান	জ্ঞ ধ্বনি

শব্দ	সম্ভাব্য উচ্চারণ-সমস্যা
ঋণ	ঋ-ধ্বনি
লক্ষ্য	ক্ষ্য
ব্রহ্ম	হ্ম
পদ্ম	দ্ম
উদ্বোধন	দ্‌ব / বোধন
অধ্যয়ন	ধ্য

উচ্চারণ অভিধান এ ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক। বাংলা ভাষায় নরেন বিশ্বাসের উচ্চারণ অভিধান এই ধারায় গুরুত্বপূর্ণ।

---

৪৫. অভিধান ও ব্যুৎপত্তি

ব্যুৎপত্তি শব্দের জন্মপরিচয়। কোনো শব্দ কোথা থেকে এসেছে, কীভাবে গঠিত হয়েছে, কীভাবে তার অর্থ বদলেছেতঅভিধান এ তথ্য দিতে পারে।

উদাহরণত

গবেষণা = গো + এষণা
আদি অর্থ: গোরুর অনুসন্ধান
বর্তমান অর্থ: তত্ত্ব বা জ্ঞানের অনুসন্ধান

গবাক্ষ = গো + অক্ষ
আদি অর্থ: গরুর চোখ
বর্তমান অর্থ: জানালা

স্নেহ = তেলজাতীয় পদার্থ
বর্তমান অর্থ: ভালোবাসা, মমতা

ব্যুৎপত্তি জানলে শব্দের ভেতরের ইতিহাস জানা যায়। এতে বানান, অর্থ ও প্রয়োগতিনটি বিষয়ই পরিষ্কার হয়।

---

৪৬. অভিধান ও অর্থের স্তরবিন্যাস

একটি শব্দের অর্থ একাধিক স্তরে থাকতে পারে। অভিধান সেই অর্থগুলো সাজিয়ে দেয়।

উদাহরণত

আলো বি.
১. দীপ্তি; আলোকরশ্মি।

২. জ্ঞান।

৩. আশা বা মুক্তি।

৪. প্রকাশ বা উন্মোচন।

বাক্যভেদে অর্থত

বাক্য	অর্থ
ঘরে আলো জ্বলছে	দীপ্তি
শিক্ষাই আলো	জ্ঞান
তার জীবনে আলো এসেছে	আশা
সত্য আলোয় এসেছে	প্রকাশ

অভিধান এই অর্থবিভিন্নতা বুঝতে সাহায্য করে।

---

৪৭. অভিধান ও বাগধারা

অনেক শব্দ এককভাবে একটি অর্থ দেয়, কিন্তু বাগধারায় গিয়ে অন্য অর্থ তৈরি করে। অভিধানে বাগধারাগত প্রয়োগ থাকলে ভাষা বোঝা সহজ হয়।

SINCE-1993 NABARUN PUBLICATION

উদাহরণত

হাত

১. দেহের অঙ্গ।

২. দক্ষতাতত্তার হাত ভালো।

৩. নিয়ন্ত্রণতকাজটা তার হাতে।

৪. বাগধারাতহাত গুটিয়ে বসা = নিষ্ক্রিয় থাকা।

৫. হাত লাগানো = কাজ শুরু করা বা সাহায্য করা।

৬. হাত ধোয়া = সম্পর্ক ছিন্ন করা।

এভাবে অভিধান শব্দের একক অর্থ ও প্রবাদগত অর্থ আলাদা করে দেখাতে পারে।

---

৪৮. অভিধান ও পরিভাষা

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, আইন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভাষাতত্ব, দর্শনতপ্রতিটি বিষয়ের নিজস্ব পরিভাষা আছে। অভিধান এসব পরিভাষা সংগ্রহ ও প্রমিত করতে সাহায্য করে।

উদাহরণত

ইংরেজি	বাংলা পরিভাষা

ইংরেজি	বাংলা পরিভাষা
ঝবসধহঃরপং	বাগর্থতত্ত্ব
গড়ৎঢ়যড়ষড়মু	রূপতত্ত্ব
ঝুহঃধী	বাক্যতত্ত্ব
চযড়হড়ষড়মু	ধ্বনিতত্ত্ব
ঈড়হংঃরঃঁঃরড়হ	সংবিধান
উবসড়পৎধপু	গণতন্ত্র
গড়ষবপঁষব	অণু
ঊয়ঁধঃরড়হ	সমীকরণ

পরিভাষা অভিধান জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাংলা চর্চাকে শক্তিশালী করে।

---

৪৯. মুদ্রিত অভিধান ও ডিজিটাল অভিধান

বর্তমান যুগে অভিধান শুধু মুদ্রিত বই নয়; ডিজিটাল অভিধান, অনলাইন অভিধান, মোবাইল অ্যাপ, করপাসভিত্তিক অভিধান, উচ্চারণ-সহায়ক অভিধান, দ্বিভাষিক ডেটাবেসতনানা রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বিষয়	মুদ্রিত অভিধান	ডিজিটাল অভিধান
অনুসন্ধান	বর্ণানুক্রমে খুঁজতে হয়	সার্চ করে দ্রুত পাওয়া যায়
আপডেট	নতুন সংস্করণে সংশোধন	দ্রুত হালনাগাদ সম্ভব
উচ্চারণ	লিখিত নির্দেশ	অডিও যুক্ত করা যায়
উদাহরণ	সীমিত	করপাস থেকে বহু উদাহরণ
ব্যবহার	পাঠাভ্যাস তৈরি করে	দ্রুত ও ব্যবহারবান্ধব
সীমাবদ্ধতা	ভারী, ধীর	উৎসভেদে অনির্ভরযোগ্য হতে পারে

ডিজিটাল অভিধান সুবিধাজনক হলেও প্রামাণ্যতা যাচাই জরুরি। সব অনলাইন অভিধান সমান মানের নয়।

---

৫০. অভিধান ব্যবহারের আকর্ষণীয় অনুশীলন

অনুশীলন ১ : শীর্ষশব্দ খুঁজে বের করো

নিচের শব্দগুলোর শীর্ষশব্দ লেখোত

১. করেছিলাম
২. বইগুলো
৩. মানুষের
৪. লিখিত
৫. চলছিল

৬. সুন্দরতম
৭. অনধিকার
৮. দায়িত্বশীলতা

সম্ভাব্য উত্তরত

১. করা
২. বই
৩. মানুষ
৪. লেখা / লিখিত
৫. চলা
৬. সুন্দর
৭. অধিকার / অনধিকার
৮. দায়িত্ব / দায়িত্বশীল

অনুশীলন ২ : পদপরিচয় নির্ণয় করো

১. সুন্দর
২. দ্রুত
৩. আলো
৪. করা
৫. কিন্তু
৬. আমরা

সম্ভাব্য উত্তরত

সুন্দর = বিশেষণ
দ্রুত = ক্রিয়াবিশেষণ / বিশেষণ
আলো = বিশেষ্য
করা = ক্রিয়া
কিন্তু = অব্যয়
আমরা = সর্বনাম

অনুশীলন ৩ : অর্থ নির্বাচন করো

শব্দ: মাথা

বাক্যত

১. তার মাথা ব্যথা করছে।

২. গ্রামের মাথা আজ সভায় আসবেন।

৩. পাহাড়ের মাথায় মেঘ জমেছে।

৪. অপমানে তার মাথা নত হয়েছে।

অর্থত

১. দেহাংশ
২. প্রধান ব্যক্তি
৩. শীর্ষ বা উপরের অংশ
৪. সম্মান বা মর্যাদা

---

৫১. অভিধানপাঠের নমুনা প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১ : অভিধানে শীর্ষশব্দ ও ভুক্তি বলতে কী বোঝ?

উত্তর : অভিধানে যে শব্দটি মোটা হরফে বা প্রধান রূপে দেওয়া থাকে এবং যার অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়, তাকে শীর্ষশব্দ বলে। শীর্ষশব্দকে কেন্দ্র করে যে সম্পূর্ণ তথ্যতউচ্চারণ, পদপরিচয়, অর্থ, ব্যুৎপত্তি, ব্যবহার, উদাহরণত দেওয়া হয়, তাকে ভুক্তি বলে।

প্রশ্ন ২ : অভিধান ব্যবহার নির্দেশিকা কেন প্রয়োজন?

উত্তর : অভিধানে বিভিন্ন সংকেত, সংক্ষেপণ, বর্ণানুক্রম, পদপরিচয়, উৎসভাষা, ব্যুৎপত্তি, শুদ্ধ-অশুদ্ধ রূপ, আঞ্চলিকতা, প্রাচীন প্রয়োগ ইত্যাদি থাকে। এগুলো বোঝার জন্য ব্যবহার নির্দেশিকা প্রয়োজন। নির্দেশিকা অভিধান ব্যবহারকারীর জন্য চাবিকাঠির মতো কাজ করে।

প্রশ্ন ৩ : অভিধানে শব্দ খুঁজতে কী কী বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়?

উত্তর : অভিধানে শব্দ খুঁজতে হলে প্রমিত বানান জানতে হয়, শীর্ষশব্দ চিনতে হয়, কারচিহ্ন ও যুক্তাক্ষরের ক্রম বুঝতে হয়, মূল শব্দ খুঁজতে হয় এবং শব্দের পদপরিচয় দেখে প্রসঙ্গ অনুযায়ী অর্থ নির্বাচন করতে হয়।

প্রশ্ন ৪ : অভিধানে সংকেত ও সংক্ষেপণের প্রয়োজন কী?

উত্তর : অভিধানে অল্প জায়গায় বেশি তথ্য দিতে হয়। তাই সংকেত ও সংক্ষেপণ ব্যবহৃত হয়। যেমনতবি. = বিশেষ্য, বিণ. = বিশেষণ, ক্রি. = ক্রিয়া, আ. = আরবি, ফা. = ফারসি, স. = সংস্কৃত। এগুলো অভিধানকে সংক্ষিপ্ত, তথ্যবহুল ও ব্যবহারবান্ধব করে।

---

৫২. সমাপনী মন্তব্য

অভিধান ব্যবহার একটি দক্ষতা। শুধু শব্দের অর্থ খুঁজে পাওয়া অভিধান ব্যবহারের শেষ কথা নয়। একটি শব্দের বানান, উচ্চারণ, পদপরিচয়, উৎস, ব্যুৎপত্তি, অর্থভেদ, রূপক ব্যবহার, আঞ্চলিকতা, শুদ্ধতা, প্রাচীনতা ও

প্রয়োগতসবকিছু মিলিয়েই অভিধানপাঠ পূর্ণ হয়। যে শিক্ষার্থী অভিধান ব্যবহারে দক্ষ, সে ভাষা ব্যবহারে সচেতন হয়; যে লেখক অভিধান ব্যবহার করেন, তাঁর শব্দচয়ন নির্ভুল হয়; আর যে গবেষক অভিধান পড়ে, তিনি ভাষার ইতিহাস ও সংস্কৃতির গভীরে প্রবেশ করতে পারেন।

অতএব, অভিধান কেবল শব্দের অর্থ জানার বই নয়; এটি ভাষার জ্ঞানভাণ্ডার, সংস্কৃতির দলিল, ইতিহাসের নথি এবং প্রমিত ভাষাচর্চার নির্ভরযোগ্য সহায়।

তথ্যসূত্র

[১] ইবলধহ ধহফ অংধহফবর. ১৯৮১. খবীরপড়ষড়মু প্রসঙ্গ; উদ্ধৃত রহ ঘধফরধ ঘধহফরঃধ ওংষধস, „অভিধানতত্ত্বে শব্দরূপ বিশ্লেষণ,‟ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ১০১, জুন ২০২০, পৃ. ১৪৯১৫০।

[২] ঊহপুপষড়ঢ়ধবফরধ ইৎরঃধহহরপধ. „খবীরপড়মৎধঢ়যু.‟ ঊহপুপষড়ঢ়ধবফরধ ইৎরঃধহহরপধ, ২০২৬ সংস্করণ/অনলাইন নিবন্ধ। পৃষ্ঠা নম্বর নেই।

[৩] গবৎৎরধস–ডবনংঃবৎ. „খবীরপড়মৎধঢ়যু.‟ গবৎৎরধস–ডবনংঃবৎ.পড়স উরপঃরড়হধৎু. পৃষ্ঠা নম্বর নেই।

[৪] সরকার, স্বরোচিষ। অভিধান।‟ বাংলাপিডিয়া: বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, অনলাইন সংস্করণ।

[৫] সরকার, স্বরোচিষ। অভিধান।‟ বাংলাপিডিয়া। ঠড়পধনঁষধৎরড় বস ওফরড়সধ ইবহমধষষধ ব চড়ৎঃঁমঁব়, ১৭৪৩ প্রসঙ্গ।

[৬] সরকার, স্বরোচিষ। অভিধান।‟ বাংলাপিডিয়া। অহ ঊীঃবহংরাব ঠড়পধনঁষধৎু, ইবহমধষবংব ধহফ ঊহমষরংয, ১৭৯৩ প্রসঙ্গ।

[৭] সরকার, স্বরোচিষ। অভিধান।‟ বাংলাপিডিয়া। ঐবহৎু চরঃঃং ঋড়ৎংঃবৎ, অ ঠড়পধনঁষধৎু রহ এঁড়ি চধৎঃং, ১৭৯৯ ১৮০২ প্রসঙ্গ।

[৮] মুরশিদ, গোলাম। কেরী, উইলিয়ম।‟ বাংলাপিডিয়া: বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, অনলাইন সংস্করণ।

[৯] সরকার, স্বরোচিষ। অভিধান।‟ বাংলাপিডিয়া। ডরষষরধস ঈধৎবু, অ উরপঃরড়হধৎু ড়ভ ঃযব ইবহমধষবব খধহমধমব প্রসঙ্গ।

[১০] সরকার, স্বরোচিষ। অভিধান।‟ বাংলাপিডিয়া। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, বঙ্গভাষাভিধান, ১৮১৭ প্রসঙ্গ।

[১১] সরকার, স্বরোচিষ। অভিধান।‟ বাংলাপিডিয়া। সুবল মিত্র ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রসঙ্গ।

[১২] সরকার, স্বরোচিষ। অভিধান।‟ বাংলাপিডিয়া। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ প্রসঙ্গ।

[১৩] সরকার, স্বরোচিষ। অভিধান।‟ বাংলাপিডিয়া। বাংলা একাডেমি অভিধানচর্চা প্রসঙ্গ।

[১৪] ইসলাম, নাদিয়া নন্দিতা। অভিধানতত্ত্বে শব্দরূপ বিশ্লেষণ।‟ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ১০১, জুন ২০২০, পৃ. ১৪৯১৫৫।

[১৫] গপঅৎঃযঁৎ, এঞড়স. এঞযব ঙীভড়ৎফ ঈড়সঢ়ধহরড়হ ঃড় ঃযব উহমষরংয খধহমঁধমব. ঙীভড়ৎফ: ঙীভড়ৎফ টহরাবৎংরঃু চৎবংং, ১৯৯২.

[১৬] ইষড়ড়সভরবষফ, খবড়হধৎফ. খধহমঁধমব. ঘবি ণড়ৎশ: ঐবহৎু ঐড়ষঃ, ১৯৩৩.

[১৭] কধঃধসনধ, ঋৎধহপরং. উহমষরংয ডড়ৎফং: ঝঃৎঁপঃঁৎব, ঐরংঃড়ৎু, টংধমব. খড়হফড়হ/ঘবি ণড়ৎশ: জড়ঁঃষবফমব, ২০০৫.

[১৮] ঈধৎঃবৎ, জড়হধষফ. ঠড়পধনঁষধৎু: অঢ়ঢ়ষরবফ খরহমঁরংঃরপ চবৎংঢ়বপঃরাবং. খড়হফড়হ/ঘবি ণড়ৎশ: জড়ঁঃষবফমব, ২০১২.